সমকাল

তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

বোর্ড চেয়ারম্যানের অপসারণ দাবি

রাজশাহীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ ধর্মঘট

■ রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান আবুল হায়াতের অপসারণের দাবিতে আজ জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে নাগরিক সমাজ। গতকাল সোমবার সকালে শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয় লক্ষ্মীপুর মোড়ে। ঘোষণা অনুযায়ী একটি মঞ্চও বানানো হয়। কিন্তু সেই মঞ্চে উঠতে পারেননি শিক্ষক নেতারা। তার আগেই মঞ্চ দখল করে বসে পড়েন পুলিশ সদস্যরা। পরে নগরীর সিঅ্যান্ডবি মোড়ে এক পথসভা করে শিক্ষক নেতারা আজ জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় নগরীর লক্ষ্মীপুর মোড়ে নাগরিক সমাজের আয়োজনে মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। একই সময়ে শিক্ষা বোর্ডের সামনে শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাল্টা মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় নগর পুলিশ দুটি কর্মসূচি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। শিক্ষা বোর্ড কর্মচারীরা তাদের কর্মসূচি বন্ধ করলেও শিক্ষক নেতারা কর্মসূচি পালনে মরিয়া হয়ে ওঠেন। পরে পুলিশ শিক্ষকদের মহাসমাবেশের মঞ্চটি দখল করে নেয়। এ সময় রাজপাড়া থানার পরিদর্শক (ওসি) মেহেদী হাসানের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট রাজশাহী জেলার আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশার বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত অনুমতি না পেয়ে শিক্ষক নেতারা নাগরিক সমাজের ব্যানারে লক্ষ্মীপুর মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি নগরীর সিঅ্যান্ডবি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন ভাষাসংগ্রামী আবুল হোসেন, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা, মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারের সভাপতি তাজুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি প্রশান্ত কুমার সাহা, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী, কামরুজ্জামান, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খান, জাতীয় মহিলা পরিষদের সভানেত্রী কল্পনা রায় প্রমুখ।

এ সময় নাগরিক সমাজের নামে শিক্ষক নেতারা রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল হায়াতের অপসারণের দাবিতে আজ রাজশাহী জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেন। এ ছাড়া আগামী ২ সেপ্টেম্বর শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও ও আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল হায়াত বলেন, 'আমি এসে দুর্নীতি বন্ধ করেছি। গত ৫ মাসে ৩৯টি চেক জালিয়াতি ধরেছি। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। এসব কারণে তিনি (শফিকুর রহমান বাদশা) আমার বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছেন।'